(১২) খেলোয়াড়রা অনেক সময় অল্পেতেই মাথা গরম করে ফেলেন। ... কেন যখন তাঁরা সফল হন। ব্যর্থ হলেই তাঁদের উপর বাড়তি চাপ এসে পড়ে। সেই ...য় তাঁদের খুঁচিয়ে বিব্রত করা বা বিরক্ত না করাই বাঞ্ছনীয়।

(১৩) কোন অবস্থাতেই কপির সম্পাদনা, কাটছাট বা সংযোজন বা বিয়োজন করার ...ন্য সাব এডিটরদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আজ কোন কপি ...টলেও কালই তাঁরা খবরের প্রয়োজনে অন্য কপির সুন্দর প্লেসমেন্ট ও ট্রিটমেন্ট করে ...বেন। এটাই তো তাদের কাজ। তাই সম্পর্ক হবে টানটান ও সর্বদাই সুন্দর।

(১৪) এমন ক্রীড়া প্রতিবেদক পাওয়া যায় না যার ভুলভ্রান্তি কখনও হয়নি বা হয়না। ...বুও ভুল হলে তা স্বীকার করে নেওয়া উচিত। না হলে তার পক্ষে কারণ দেখাতে গেলে ...শান্তিই বাড়বে।

(১৫) ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা উচিত। গঠনাত্মক কাজে অংশ নেওয়া উচিত।

(১৬) ক্রীড়ানুষ্ঠানের মূল ভেনু বা ক্রীড়াস্থল পড়ে দেশের নানা প্রান্তে এমনকি বিদেশেও। তাই ক্রীড়া প্রতিবেদকদের 'ইনটেনসিভ ট্যুর' বা প্রচুর ভ্রমণ করতে হয় এবং তা দূর দূরান্তে। তাই নিজের কিটব্যাগ গুছিয়েই রাখতে হয়। স্রেফ ডাক পেলেই ছুটতে হয়। ঘরকুনো ও অলস হলে সাফল্য আসেনা।

(১৭) ডেডলাইনের পূর্বেই লেখা প্রতিবেদন যেন দপ্তরে পৌঁছে যায় তা সুনিশ্চিত করা দরকার। তাতে অফিস বসেরা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। ভবিষ্যতে আরও সুযোগ দিতে পারেন।

(১৮) খবর বা প্রতিবেদন করে তার কাটিং বা ক্লিপিংস পৌঁছে দেওয়া দরকার লোক-ডাক বা ফ্যাক্স মারফৎ। কাগজ পাওয়া গেলে তা সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা, অফিসিয়াল বা ক্রীড়াবিদদের জানানো দরকার। অন্ততঃ টেলিফোন করে বলা দরকার। তাতে জনসংযোগ যেমন বাড়ে তেমনি লেখাও একটা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়।

ডিস্ট্রিক্ট করসপনডেন্ট বা জেলা সংবাদদাতা

জেলার খবর আজকাল সংবাদপত্রে আর উপেক্ষিত নয়। কারণ একসময় জেলাগুলির অধিকাংশ মানুষদের অভিযোগ ছিল মহানগর কেন্দ্রীক সংবাদপত্রগুলিতে জেলার খবর প্রায়শই স্থান পায়না। আজকাল প্রায় সব কাগজেই জেলাগুলির জন্য বরাদ্দ হয় পৃথক পাতা। সেখানে রোজই ছোট বড় নানান খবর এবং ছবির সমারোহ জেলাবাসীর জন্যই

পরিবেশিত হয় মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে। একটা সময় ছিল যখন কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলির বাসিন্দারা সকালের প্রভাতী দৈনিক কাগজ পড়তেন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই। কিন্তু অধিকাংশ জেলাবাসীর সে সৌভাগ্য ছিল না কারণ সেইসব স্থানে কাগজ পৌঁছাত বেলা দ্বিপ্রহরে আবার কোথাও কোথাও বিকেলেও। কিন্তু বিশ্বায়নের ও তথ্যপ্রযুক্তির এই উন্নয়নের যুগে পিছিয়ে থাকাটাই তো অভিশাপ। আর তা থেকে জেলার মানুষদের মুক্তি দিতেই আজ বড় কাগজগুলি কলকাতা ছেড়ে ছুটে এসেছে জেলায় জেলায়। তাই পিছিয়ে পড়া উত্তরবঙ্গকে কলকাতার মতনই সমান গুরুত্ব দিতে শিলিগুড়িতে পৃথক ইউনিট করে উত্তরবঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করছে সব বড় কাগজ। এমনকি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে, বর্ধমান থেকে বা বাঁকুড়ার বড়জোড়া থেকেও প্রকাশিত হচ্ছে দৈনিক পত্রিকাগুলির স্থানীয় সংস্করণ। এটা উন্নয়নের ও অগ্রগতির প্রতীক। তাই সব স্থানীয় সংস্করণেও ভীষণ গুরুত্ব পাচ্ছে জেলার সংবাদ। তাই একই ভাবে দিন বদলেছে জেলা সাংবাদিকদেরও। কাজের চাপ এবং দায় দায়িত্বও অনেক বেড়েছে।

জেলাগুলিতে অনেক লোকের বাস। বহু লোকই চাকরি বা কর্মসূত্রে এখন অনেক জেলারই বাসিন্দা। আবার কলকাতার পাশাপাশি জেলার শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কিন্তু আজ আর কম নয়। এমনকি গ্রামেও আজকাল শিক্ষিত, সংস্কৃতি সম্পন্ন এবং স্বাক্ষর লোকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। শিক্ষার প্রসারের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তাই বেড়ে গেছে কাগজের চাহিদাও। প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে কাজে লাগিয়ে সংবাদপত্র আজ যে সময় কলকাতায় লোকের হাতে পৌঁছায় তেমনি একই সময় তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে জেলাবাসীর হাতেও। আজ অস্বাভাবিক দ্রুততায় কাগজ যেমন দূরত্বকে করেছে জয় তেমনি জেলার ও গ্রামের অধিবাসীদের হাতে সেই সাত সকালে কাগজ পৌঁছে দিয়ে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে নিয়েছে কাগজের প্রচার সংখ্যাও। এমনকি পরিবর্তনের পালে হাওয়া লাগিয়ে কলকাতার পাশাপাশি অন্যান্য জেলা থেকেও যে কাগজ ছাপা হচ্ছে তার অন্যতম কারণ হল সংবাদপত্র সম্বন্ধে জেলা ও গ্রামবাংলার বিপুল সংখ্যক মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও আগ্রহ। আবার প্রতিযোগিতার বাজারে প্রচার সংখ্যা বাড়ানোর জন্যও গুরুত্ব পাচ্ছে জেলার নানা খবর। কিন্তু জেলার খবর কলকাতার কাগজগুলি বা জাতীয় দৈনিকগুলি সবসময় লোক পাঠিয়ে কভার করতে পারেনা। সেক্ষেত্রে তারা নিজস্ব জেলা সংবাদদাতা রাখে বিভিন্ন জেলায়। যারা ঐ জেলার ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিক্ষা, পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রশাসন প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত এবং নানান সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। এদেরই বলে জেলা সংবাদদাতা।

এইসব জেলা সংবাদদাতারাই বিভিন্ন খবর পাঠিয়ে দেন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে নিজ নিজ কাগজে। সংবাদপত্রগুলির পাশাপাশি আকাশবানী, দূরদর্শন, বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ও সংবাদ সংস্থাগুলিও জেলাগুলিতে খবর সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন জেলায় নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়োগ করে। কেউ রাখে পুরো সময়ের কর্মী কেউবা আংশিক সময়ের

জন্য আবার কোন সংস্থা নিয়োগ করে জেলা সংবাদদাতাদের খবর পিছু টাকার বিনিময়েই। সে নিয়োগ যে শর্তে বা যেভাবেই হোক আসল উদ্দেশ্য হল জেলার নানা খবর ঠিকঠাক ভাবে পাওয়া।

স্টাফ রিপোর্টারদের মত একই স্টাইলে জেলা সংবাদদাতারাও বিভিন্ন সংবাদসূত্রের কাছে ঘুরে ঘুরে খবর সংগ্রহ করেন। তবে কলকাতায় যেমন প্রতিটি বিটের জন্য নিযুক্ত করা হয় আলাদা আলাদা প্রতিবেদককে মফঃস্বলে বা জেলায় কিন্তু তা হয় না। সেখানে একজন সাংবাদিককেই সবসূত্রের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করতে হয়। কাজের বিচারে তাই একজন জেলার সংবাদদাতা একদিকে যেমন রাজনৈতিক সংবাদদাতা বা পুলিস প্রতিবেদক তেমনিই তিনি সাংস্কৃতিক সমালোচক ও ক্রীড়া সাংবাদিক। আবার শিল্প, অর্থনীতি, বাণিজ্য, উন্নয়ন, বিকাশ সব ধরনের খবর তাঁকেই করতে হয়। এছাড়া জেলাগুলিতে যখন ভি ভি আই পি রা আসেন তখনও তাঁরই দায়িত্ব থাকে তাঁদের কভার করার জন্য। তাঁকেই করতে হয় বিভিন্ন বড় মামলার আদালতের সংবাদ বা সামাজিক অন্যান্য খবর। নিয়মিত প্রতিবেদন লিখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তাঁকে তার ডেসপ্যাচ পাঠাতে হয়। তাই তাঁদের কাজের ক্ষেত্রও যেমন বিশাল তেমনি তাঁদের কাজও অপেক্ষাকৃতভাবে কঠিন দায়িত্বের কাজ। কেননা কোন খবর মিস হলে বা ভুল ত্রুটি হলে তার পুরো দায়িত্বই পড়ে যায় জেলা সংবাদদাতার কাঁধে। চাকরি বিপন্ন না হলেও প্রচুর গালমন্দ বা তীব্র কথাবার্তা শুনতে হয়। অথচ সরাসরি অফিসে যাতায়াত নিত্য না থাকার জন্য অন্য সাংবাদিকদের মত ভালো খবরের জন্য কেউ তাঁর প্রশংসা করে না। তাঁদের কাজ করতে হয় নিয়মের বাঁধা গতে এবং ছুটি ছাটা নেই বললেই চলে। তাঁর পাঠানো খবর যে সবদিনই ছাপা হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই তবু তাঁকে খবর পাঠিয়ে যেতেই হয়। আজ বেশ কিছু ক্ষেত্রে জেলার অনেক সংবাদদাতাই নিষ্ঠার জোরে এবং দারুন ভালো কাজ করে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে ভালো খবর করে সমীহ ও মর্যাদা আদায় করে নেন। সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের অফিসেও তাঁরা আজ যথেষ্টই গুরুত্ব পান কাজের সুবাদে। এখন অবশ্য অনেক কাগজ বা সংবাদ মাধ্যমই জেলা সংবাদদাতার পাশাপাশি নিজস্ব সংবাদ আলোকচিত্রী রাখে। তাঁদেরও নিয়ম করে নানা ঘটনা কভার করে নিয়মিত সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের দপ্তরে ছবি পাঠাতে হয়।

জেলা সংবাদদাতাদের থাকা দরকার নিজস্ব কিছু গুনাবলী। যা তাঁর পাঠানো সংবাদকে যেমন প্রাণবন্ত করে তোলে তেমনি সাংবাদিকতার কাজেও অনেক সুবিধা হয়। এ ব্যাপারে তাঁকে মেনে চলতে হয় বেশ কিছু টেকনিক বা গাইড লাইন। তাঁর থাকা দরকার সংবাদের সোর্স বা চেইন। যার উপর ভিত্তি করেই তাঁকে দ্রুততার সঙ্গে নির্ভুল সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়। জেলা সংবাদদাতাদের দায়িত্ব অন্য এক কারণেও বেশ জটিল। কারণ তাঁকে সর্বদা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খোলা রেখে নিউজ সেন্স বা সংবাদ ধারণাকে কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হয়। কলকাতায় প্রতিবেদক বা রিপোর্টারদের মাথায় দায়িত্ব কম থাকে। কিন্তু জেলায় জেলা সাংবাদিক নিজেই নিজের মুখ্য প্রতিবেদক ও বার্তা সম্পাদক। অর্থাৎ

কলকাতায় যেমন রিপোর্টাররা সরাসরি চীফ রিপোর্টার বা নিউজ এডিটরের পরামর্শ পান জেলায় তা সবসময় সম্ভব নয়। ফলে কোন্ খবর যাবে, কোনটা যাবে না বা কোন খবরের ফলো আপ করা হবে অথবা হবে না এসব কিছুই তাঁকে নিজে নিজেই ঠিক করতে হয়। এমনকি কোন খবরের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব বিচারও করতে হয় তাঁকেই। কাগজের নীতি নির্ধারকরা থাকেন কলকাতায়। তাঁদের পক্ষে জেলার বিশেষ কিছুই জেনে রাখা সম্ভব নয়। বড় কিছু হলে তবেই তাঁরা আলাদা করে প্রতিবেদক পাঠাতে বা নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু প্রতিদিনের কাজে নিজেকেই নিজের অ্যাসাইনমেন্ট ঠিক করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জেলা সংবাদদাতাদের কাজ করতে হয়। এই কারণেই জেলা সংবাদদাতাদের 'ডায়েরী অব ইভেন্টস' রাখতে হয়। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তা আপডেট করে রাখতে হয়। কোন ঘটনার কভারেজের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিচার করে পরিবেশনার নানা দিক সম্বন্ধে তাঁকে যারপরনাই অভিজ্ঞ ও ওয়াকিবহাল হতে হয়। জেলা যদি খুব বড় হয় বা ঘনবসতিপূর্ণ হয় তাহলে তাঁকে নিয়ম করে সব মহকুমা এবং ব্লকে ফোন করে খবর জেনে নিতে হয়। নিয়মিত রুটিন বিটের খবর চেক আপ করতেও হয়। ছোট খাটো সব ঘটনার দিকেই সতর্কতার সঙ্গে দৃষ্টি দিতে হয়। কেননা মফঃস্বলের খবর হঠাৎ বড় হয়ে যে কোন সময় আলোড়ন ফেলে দিতে পারে। তাই সংবাদের উৎসগুলিকে ধরতে জানতে বা জনসংযোগ রক্ষা করতে হয় জেলা সাংবাদিকদের।

সংবাদ আদান প্রদানের মধ্যেই তাঁকে গড়ে তুলতে হয় সংবাদ উৎসের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। তাই জেলা প্রশাসন, জেলা শাসক, জেলা সভাধিপতি, পুলিস সুপার, পৌরপতি, মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিস অফিসার, প্রশাসনিক অন্যান্য কর্তাব্যক্তি, দলীয় নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। জেলায় কাজ করা অবশ্যই ঝুঁকির। তাই খুব বেশি কাউকে না চটিয়ে সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কূটনীতি কাজে লাগিয়ে টিকে থাকতে হয়। আবার একটু অসাবধানতার জন্য খবর মিস করলে অফিসে বড় কর্তাদের কাছে তাঁর মাফ নেই। খুব স্বাভাবিকভাবেই সরাসরি অফিসের স্টাফ না হওয়ার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জেলার সাংবাদিকরা কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে অবহেলিতই রয়ে যান। সেই কারণেই সেটা হয় তাদের কাছে বাড়তি চাপ। আবার কলকাতায় প্রতিবেদকরা খবর করার কাজে গাড়ি, টেলিফোন বা অর্থকরী যেসব সুবিধা পান সেরকম অধিকাংশ কাগজেরই জেলা সংবাদদাতারা পান না। তবু তাঁরা যথেষ্ট পরিশ্রম করেই তাঁদের দায়িত্ব পালন করে যান। সকলের মন যুগিয়েই তাঁদের চলতে হয় সবসময় এমনকি নিজের অসুবিধা হলেও। প্রয়োজনের বা দাবির কথা বলা যায় না সব সময়। সময়ের জন্য অপেক্ষা করতেই হয়। এক ধরনের মানসিক চাপ নিয়েই খবরের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি দিতে হয় জেলার সংবাদদাতাদের। কারণ এটাই তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

জেলা সংবাদদাতার আরও এক বড় দায়িত্ব রয়েছে। যেমন জেলায় নিজের সংবাদপত্র,

সংবাদ মাধ্যম বা সংস্থার ইমেজ বা ভাবমূর্তি বাড়ানোর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট জেলা সাংবাদিকদের। তাঁর খবরের গুনেই তাঁর কাগজ জেলায় সম্মান ও সমীহ আদায় করতে পারে জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের পাঠকের কাছে। সেক্ষেত্রে কাগজের প্রচার সংখ্যা বাড়ানো বিজ্ঞাপন যোগাড়ের বাড়তি চাপও অনেক সময় এসে পড়ে তাঁর উপর। জেলার ব্যবসায়ী, শিল্পমহল, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি এজেন্সীগুলির সঙ্গে এই কারণে তাঁকে ভালো সম্পর্ক ও বোঝাপড়া রেখে চলতে হয়। আঞ্চলিক বিজ্ঞাপন থেকে আর্থিক লাভ হলে বা কাগজের প্রভাব ও পরিচিতি ব্যাপকভাবে বাড়লে জেলা সংবাদদাতারও আদর কিছুটা বাড়ে কাগজের অফিসে। তাঁর খবরে সেন্সর অনেক কমে যায়। ফলে জেলাতেও তাঁর প্রভাব স্বাভাবিক কারনেই বেড়ে যায়। জেলা সাংবাদিককে অবশ্যই একজন ভালো টিমম্যান হতে হয়। কারণ একটা বড় জেলার সব স্থান কভার করা একা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে অন্যান্য কাগজ ও বৈদ্যুতীন মাধ্যমের অন্যান্য জেলা সংবাদদাতা ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁকে সুসম্পর্ক ও দেওয়া নেওয়ার ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। তাই একলাসেঁড়ে মনোভাব ও স্বার্থপরতা বা শুধুই একা এক্সক্লুসিভ খবর করার ঝোঁক তাঁর না থাকলেই মঙ্গল। কারণ দৈনন্দিন সংগ্রামে টিকে থাকাটা সবচেয়ে বড় জরুরি আজ। সবার সহযোগিতা নিয়েই তাই জেলা সংবাদাতাদের চলতে হয়।

কাব রিপোর্টার বা শিক্ষানবীশ সাংবাদিক

বিদেশে শিক্ষানবীশ সাংবাদিক বা প্রশিক্ষণরতদেরই বলা হয় কাব রিপোর্টার। আমাদের দেশে এরাই ট্রেনি জার্নালিষ্ট বা ট্রেনি রিপোর্টার। কারণ আমাদের দেশে এই জাতীয় নামের কোন প্রচলন নেই। তাই আমাদের দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে নবাগতদের জুনিয়ার রিপোর্টার, ট্রেনি রিপোর্টার বা প্রবেশনার জার্নালিষ্ট হিসাবেই দেখানো হয়। যে কোন সংবাদপত্রে বা সংবাদ মাধ্যমে এরাই সবচেয়ে কনিষ্ঠ কুশীলব। যেহেতু এরা শিক্ষানবীশ তাই প্রথম দিকে তাঁদের বিভিন্ন প্রেস বিজ্ঞপ্তি, হ্যান্ড আউট, নানারকম প্রেস বিবৃতি বা স্টেটমেন্ট, আবহাওয়ার খবর ইত্যাদি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের পর ধাপে ধাপে আরও বড় কাজের অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়া যায়। প্রথম দিকের ছোট ছোট খবর করে হাত পাকানোর পরই ধীরে ধীরে তারা সিঁড়ির ধাপে পা রাখেন। তখন তাঁদের স্টাফ রিপোর্টারদের মত বিভিন্ন স্থানে খবরের খোঁজে পাঠানো হয়। তথ্য আনার বা বিভিন্ন সাক্ষাৎকার নেবার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। ছোটখাটো দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড, প্যারেড, সমাবর্তন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাধারণ সভা বা বাণিজ্যিক ছোটখাটো আলোচনা প্রভৃতিতে পাঠিয়ে প্রতিবেদন করা শেখানো হয় এইসব জুনিয়ারদের। এইভাবেই প্রশিক্ষনের দিকে নজর দিয়ে কপি লেখা শিখিয়ে তাদের যুৎসই করে তোলা হয়। অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার নিরিখে পরবর্তীতে প্রমোশন বা পদোন্নতির সুযোগ দেওয়া হয় তাঁদের।

ইয়োলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা

ইয়োলো জার্নালিজম হল সাংবাদিকতায় সবচেয়ে জঘন্য বা নিকৃষ্টতম কাজেরই একটি আঙ্গিক। যা সর্বদাই সমালোচিত এবং নিন্দনীয়। এককথায় সাংবাদিকতার মর্যাদা ও উচ্চ